বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

সিভিল রিভিশন নং ১৪৫৪/২০১৪

আব্দুল করিম এর মৃত্যুতে তার বৈধ ওয়ারিশ
১(এ) আব্দুল নাছির জিবন ও অন্যান্য
----বাদী-আপীলকারী-দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

সকিয়া বেগম ও অন্যান্য
---- বিবাদী-প্রতিপক্ষ-প্রতিবাদীগণ

এ্যাডভোকেট সরদার আবুল হোসেন সংগে

এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক

.....১(এ)-১(ডি) বাদী-আপীলকারী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে

এ্যাডভোকেট সুরজিত ভট্টাচার্য সংগে

এ্যাডভোকেট মমতাজ বেগম

---১-২নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ-প্রতিবাদীগণ পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৪, ০৫.০৬.২০২৪
এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬.০৬.২০২৪।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বাদী-আপীলকারী-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ উপ-ধারা ১ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.২০১৪ তারিখে নিম্নবর্ণিত উপায়ে অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

"নিম্ন আদালতের নথি তলব দেওয়া হউক।

এই মর্মে অপরপক্ষদের প্রতি কারণ দর্শানো পূর্বক রুল জারী করা হইল, কেন সিলেটের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চতুর্থ আদালত এর দেওয়ানী ১৩৬/২০০৭ নং আপীলে প্রচারিত ১৫.০১.২০১৪ তারিখের তর্কিত রায় এবং ২৩.০১.২০১৪ তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রি রদ ও রহিত করা হইবে না, যে রায় ও ডিক্রিমুলে সিলেট জেলার বিশ্বনাথের বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত এর দেওয়ানী ৪৯/২০০৬ নং মোকদ্দমায় প্রচারিত ১৭.০৬.২০০৭ তারিখের রায় এবং ২১.০৬.২০০৭ তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রি দৃঢ়করণ মর্মে আপীলটি নামঞ্জুর হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী অত্র আদালত এর বিবেচনায়

আর যে সকল প্রতিকার পাইতে পারেন তাহার ও আদেশ কেন দেওয়া হইবে না।

রুলটি পরবর্তী ৪(চার) সপ্তাহের মধ্যে ফেরতযোগ্য।

৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে ২(দুই) ফর্দ তলবানা দাখিলের নির্দেশ রইল। ১(এক) ফর্দ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অন্য ফর্দ স্বাভাবিক নিয়মে।”

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বাদী আব্দুল করিম গং নালিশী তপশীল বর্ণিত বিরোধীয় ভূমি সম্পত্তি বাবদে খাস দখল পুনরুদ্ধারের প্রার্থনায় স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৪৯/২০০৬ দাখিল করলে বিজ্ঞ সহকারী জজ, বিশ্বনাথ, সিলেট শুনানীঅন্তে বিগত ইংরেজী ১৭.০৬.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রী (ডিক্রী স্বাক্ষরের তারিখ ২১.০৬.২০০৭) মূলে মোকদ্দমাটি ১নং বিবাদীর সাথে দোতরফাসুত্রে সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীর সাথে একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করেন।

অতঃপর উক্ত রায় ও ডিক্রীতে সংক্ষুদ্ধ হয়ে বাদী স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং ১৩৬/২০০৭ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট-এ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৫.০১.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রী (ডিক্রী স্বাক্ষরের তারিখ ২৩.০১.২০১৪) মূলে আপীল মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রেসপন্ডেন্টগনের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করেন।

অতঃপর উক্ত রায় ও ডিক্রীতে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদী অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

বাদী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট সরদার আবুল হোসেন সংগে এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক বিস্তারিকতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থান করেন। অপরদিকে, ১-২নং বিবাদী-প্রতিপক্ষ-প্রতিবাদীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সুরজিৎ ভট্টাচার্য সংগে এ্যাডভোকেট মমতাজ বেগম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সহকারী জজ, বিশ্বনাথ, সিলেট কর্তৃক স্বত্ব মোকদ্দমা নং ৪৯/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৬.২০০৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“This is a title suit. The plaintiff filed this for recovery of khas possession by evictig the defendant from the suit land.

Haji Asir Ali, Abdul Aziz, father of the plaintiff and Mohammad Haji was the original owner of the suit land

including the others land. The suit land and other land was recorded in the name of their in the Settlement survey. Then Abdul Aziz, father of the plaintiff purchased the suit land including other land vide registered deed no. 974 dated 28.03.1944 and became possession and owner. In the provisional survey of Bangladesh the suit land was recorded in the name of the father of the plaintiff.

The defendant are the relatives of the plaintiff. At the request of the defendants' the plaintiff gave permission to the defendants to live in the suit land in the middle of 1990. Considering the helplessness of the defendants the plaintiffs made katcha house for there.

The defendants are permissive possessor . They do not have title over the suit land . The plaintiff requested the defendants to leave the possession of the suit land verbally for several times.

On 21.04.2004 the plaintiff gave notice to the defendants through advocate to leave the possession of the suit land. The defendants did not pay heed to the notice of the plaintiff. For the reason the plaintiff filed this suit for recovery of khas possession.

Defendant no. 1 contested in the suit by filing written statement. The defendant side claimed that the statements of the plaint is not true. The case of the defendant in brief is as follows:-

The original owner of the suit land including the other lands was Hazi Ashid Ali. Abdul Jasir Ali and Muhammad Ali. After the death of the original recorded owner, a written partition deed was executed among the heirs of them on.14-3-1989 Abdul Aziz , father of the plaintiff and his brother Matasin Ali, father of the defendants no. 1-3 got 30 decimal land through the partition deed. Matasin Ali the predecessor of the defendants was lliterate ands simple. The function of recroding the suit land was entrusted upon the Abdul Aziz, father of the plaintiff.

In the khatian only the name of Abdul Aziz was recorded wrongly. At the interogation of the Matsin Ali, Abdul Aziz promised that he would rectify the record or transfer possession of his portion physically.

In the above noted paratition deed Abdul Aziz, father of the plaintiff took the thumb impression of the Matasin Ali on the partitrion deed on condition that $\frac{1}{4}$ protion of the total land would be given to the father of the defendants.

Subsequently the father of the defendants claimed his equal share equivalent to 15 (fifteen) decimal land and Abdul Aziz, father of the plaintiff asssured him for giving 15 decimal land. With the assurance of the predecessor of the plaintiff the defendants father possessed the suit land by constructing dwelling house thereon.

After the death of the father of the defendants claimed 15 decimal land from the father of the plaintiff. Then he informed that he would give only 7.5 decimal landto the defendants, the defendants became astonished at the behaviour of the predecesser of the plaintiff. Like their predecessor of the answering defendants used to posses the suit land beyond the limitation constructed a house measuring 19.5 feet length and 15 feet breadth. They have been living in this house like their father.

They have been possessing the suit beyond the limitation period like their predecessor. In present survey the surveyor note down their name to see their possession and provide porcha . The answering defendants were never the permissive possessor of the plaintiff. The statements of the plaintiff is false. Therefore, the suit is liable to be dismissed with cost.

<u>Issues</u>

1) Is the suit maintainable in its present form ?
2) Is the suit barred by limitation ?
3) Is the suit bad for defect of parties ?
4) Has the plaintiff title and possession in the suit land ? Has dispossed from the suit land ?
5) Is the plaintiff entitle to get relier as prayed for ?

<u>Discussion and decision</u>

In order to prove the order plaintiff side produced 03 (three) witnesses before the court and submitted documents which have been marked as exhibit 1 and 2 . On the other hand defendant side examined 05 (five) witnesses.

<u>Issue no.1</u>

The defendant side claimed in the written statement that the suit is not maintainable in its present form. They did not

explain in detail how the suit is not maintainable . They did not raise the issue at the time of trial or argument. I do not find any legal bar regarding the maintainability of the suit.

Therefore it is hereby decided that the suit is maintainable in its present form .

<u>Issue no. 2</u>

The defendant side claimed in the written statement that the suit is barred by limitation . They did not explain the matter in their written statement in detail how the suit is barred by limitation. However, at the time of argument the advocate for the defendant argued that the suit is barred by limitation, because according to the plaint , the defendants have been possessing the suit land since 1990 as a permissive possessor .

Notice of eviction was given on 21.04.2004 . Hence, the suit is barred by limitation . On the other hand, the learned advocate for the plaintiff argued that the cause of action of the suit arose from the date of notice of eviction e.g. 21.04.2004 and they filed the suit on 26.05.2004. Therefore the suit is filed within the time. Considering the above noted facts I am of the opinion that the suit is not barred by limitation. The issue is hereby decided infavour of the plaintiff.

<u>Issue no.3</u>

The defendant side claimed in their written statement that the suit is bad for defect of parties . They did not state the name to whom the plaintiff did not include as a necessary parties. The defendant side did not take any step in this regard at the stage of 30 C.P.C. The advocate for the plaintiff argued that they include all the permissive possessor of the suit land.

Therefore, I am of the opinion that the suit is not bad for defect of parties.

<u>Issue no.4</u>

The plaintiff claimed that his father Abdul Aziz was the recorded owner of the suit land . It appears from the S.A Khatian that the name of Abdul Aziz , father of the plaintiff was recreded in the S.A Khatian no. 191. The plaintiff side also claimed that his father Abdul Aziz purchased the suit land and others lands by registered deed no. 974 dated 07-03-1944.(Exhibit no.1) in this deed, no, plot was mentioned . The plaintiff did not take any step for local investigaion.

On the other hand defendant side claimed that Abdul Aziz, father of the plaintiff and Matasin Ali, father of the defendant are brothers and they are the sons of late Zasir Ali. The defendant side submitted a inheritance certificate issued by the administrator of Beanibazar Pouroshava. Sylhet. But the defendant side did not prove the certificate formally . D.W-2 Abdul Kadir said the following at the time of cross examination in support of the above noted facts:

"তছির আলীর একজন ভাই ছিল । তার নাম হাজী জমির আলী । জমির আলীর ২ ছেলে হাজী আ: আজিজ, মতছির আল, ২ মেয়ে কটিনা বিবি, সুরুজা বিবি ।"

D.W.-3 said the following at the time of cross examination:-

" বাদী ও বিবাদী আপন চাচাত ভাই বোন ।"

P.W-1 admitted the above noted facts impliedly at his chief in examination:-

" বিবাদীগন আমার আত্মীয়। তপশীল বর্ণিত ভূমিতে বসবাস করার জন্য ১৯৯০ সালের মাঝামাঝিতে বিবাদীগনকে আত্মীয় হিসাবে থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়।"

From the above noted facts I am of the opinion that Abdul Aziz and Motasin Ali are brothers.

The defendant side claimed that a written partition deed was executesd among the heirs of the Asid Ali, Zasir Ali and Mohammad Ali. The defendants side submitted a unregistered partition deed (Photo copy). I have perused the partition deed. It appears that the signature given by Abdul Aziz in the aforsaid partition deed and in the General Power of Attorney in favour of plaintiff is same and identical.

Another intersting and important aspect of this suit is that Abdul Aziz is still alive in good health . But he neither filed this suit nor gave deposition in this suit. The General Power of Attorney executed by Abdul Aziz in favour of his son Abdul Karim (Plaintiff of the suit) was not filed at the time of filling suit . It was filed at the time of argument stage.

Plaintiff side claimed that the defendants are the permissive possession of the plaintif. The plaintiff admitted the possession of the plaintiff. On the other side, the defendant side claimed that the plaintiff never possessed the suit land. They have been possessing the suit land since long. Before than, their father Matasin Ali possessed the suit land. D.W-4 said the

following regarding the possession at the time of cross examination:-

"নালিশা জমিতে বিবাদীগন মতছিন আলীর ওয়ারিশসূত্রে মালিক। জমির আলীর উত্তরাধিকারী হিসেবে নালিশা জমি মতছির আলী দখল করতো।"

"নালিশা জমিতে বর্তমানে টিনের ঘর আছে । ঘর ১৫ বছর আগে নির্মাণ করা হয় । ১৫ বছর আগে নালিশা জমিতে মতছির আলী ঘর বানায়, ঘর বানাইতে আমি দেখেছি।"

I have perused the depositions of the all the witnesses of this suit from the deposition of the witnesses it is evident that the plaintiff had never possession in the suit land . The defendants have been possessing the suit land since long time.

Considering the above noted facts and circumstances I am of the oponion that plaintiff has no title and possession in the suit land. The plaintiff miserably failed to prove his possession. The plaintiff failed to prove when and how he has been dispossed from the suit land .

Issue no.5

The plaintiff failed to proved his case. Hence he is not entitled to get relief as prayed for.

Court fees paid is adequate .

Hence, it is

ORDERED

That the suit is dismissed on contest against the defendant no.1 and exparte against the rest of the defendants without cost.

স্বাক্ষর/- মোহাম্মদ ফারুক	স্বাক্ষর/- মোহাম্মদ ফারুক
১৭.০৬.২০০৭	১৭.০৬.২০০৭
সহকারী জজ	সহকারী জজ
বিশ্বনাথ।	বিশ্বনাথ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং ১৩৬/২০০৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০১.২০১৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"সহকারী জজ আদালত, বিশ্বনাথ, সিলেট এর বিজ্ঞ সহকারী জজ জনাব মোহাম্মদ আলী কর্তৃক স্বত্ব ৪৯/২০০৬ নং মোকদ্দমায় প্রদত্ত বিগত ১৭/৬/২০০৭ইং তারিখের রায় ও ২১/৬/২০০৭ইং তারিখের ডিক্রির অসম্মতিতে বাদী আপীলকারী হিসাবে অত্র আপীল মামলাটি দায়ের করা হয় ।

আপীলকারী আ: করিম বাদী হয়ে মূল মোকদ্দমা দায়ের করত: আরজিতে এই মর্মে দাবী করেন যে,তপশীল বর্ণিত ভূমির রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন আসির আলী, বাদীর পিতা আঃ আজিজ ও মো: হাজী ।বাদীর পিতা আঃ আজিজ ২৮/৩/৮৪ ইং তারিখের ৯৭৪ নং দলিল মূলে তপশীল বর্ণিত ভূমি সহ অন্যান্য ভূমি খরিদক্রমে মালিক দখলকার হিসাবে

ভোগ দখল করে আসছিলেন । উপরোক্তভাবে এবং মৌখিক বাটোয়ারা মূলে বাদীর পিতা আ: আজিজ তপশীল বর্ণিত সাকূল্য ভূমি ভোগদখলকার থাকাবস্থায় তার নামে বাংলাদেশ জরিপে রেকর্ড হয় । বিবাদীগন বাদীর আত্মীয় হওয়ায় বিবাদীগনের অনুরোধে বাদী তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে বসবাসের জন্য বিবাদীগনকে ১৯৯০ সনের মধ্যভাগে অনুমতি প্রদান করেন এবং নালিশী ভূমিতে অস্থায়ীভাবে কাচাঁ গৃহ নির্মাণ করে দেন। উক্ত গৃহে বিবাদীগন অনুমতি সূত্রে বসবাস করে আসছেন । তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বাদীর প্রয়োজন হওয়ায় নালিশী সম্পত্তির দখল তার বরাবরে ছেড়ে দেয়ার জন্য বিবাদীগনকে অনুরোধ করলে বিবাদীগন ছেড়ে না দেয়ায় ২১/৪/০৪ ইং তারিখ বিবাদীপক্ষের বরাবর ডাকযোগে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয় । কিন্তু নোটিশে উলেস্নখিত মেয়াদের মধ্যে নালিশী সম্পত্তির দখল ছেড়ে না দেয়ায় অত্র আপীলকারী বাদী হয়ে বিবাদী-রেসপন্ডেন্ট এর বিরম্নদ্ধে নালিশী সম্পত্তি হতে বিবাদীগনকে উচ্ছেদক্রমে খাস দখলের প্রার্থনায় মূল মামলাটি দায়ের করেন।

মূল মামলায় ১ নং বিবাদী সকিয়া বেগম লিখিত জবাব দাখিল করত: মূল মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জবাবে আরজির প্রায় সামগ্রীক দাবী অস্বীকার করতঃ বিবাদী প্রকৃত অবস্থায় জানান যে, নালিশী ভূমিসহ অপরাপর ভূমির মালিক ছিলেন আসিদ আলী, জসির আলী ও মোহাম্মদ আলী। তাদের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারীগনের মধ্যে ১৪/৩/৮৯ ইং তারিখে সম্পাদিত বাটোয়ারা দলিল মূলে নালিশী দাগের ভূমি সহ অন্যান্য ভূমি বাদীর পিতা আ: আজিজ ও তার আপন ভ্রাতা ১-৩ নং বিবাদীগনের পূর্ববর্তী মতসিন আলী ৩০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। মতসিন আলী অশিক্ষিত, সহজ সরল হওয়ায় জরিপ কার্যের ভার আপন ভাই আঃ আজিজের উপর ন্যাস্থ ছিল। আঃ আজিজ অর্থাৎ বাদীর পিতা নালিশী জমি নিজ নামে পর্চায় রেকর্ড করলে জিজ্ঞাসাবাদে ভূলবশতঃ তার একার নামে উঠেছে উল্লেখে পরবর্তীতে রেকর্ড সংশোধন করবেন এবং সমান হিস্যা প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ করেন । বাদীর পিতা আঃ আজিজ অত্যন্ত চতুর ও লোভী হওয়ায় উল্লেখিত বাটোয়ারা দলিলে তার অংশ হতে বিবাদীগনের পূর্ববর্তীগন মতসিন আলীকে $\frac{১}{৪}$ অংশ দিবেন মর্মে সুকৌশলে লিখিয়ে নিয়ে অশিক্ষিত মতসিন আলীর টিপসহি বাটোয়ারা দলিলে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মতসিন আলী আপত্তি উত্থাপন করলে আঃ আজিজ তাকে সমান অংশ অর্থাৎ ১৫ শতক ভূমি প্রদান করবেন মর্মে অঙ্গীকার করা সত্বেও প্রদান না করায় মতসিন আলী তা দাবী করেন। কিন্তু বাদীর পিতা নালিশী ৭৫০ শতক ভূমির অতিরিক্ত ভূমি তিনি আর দিতে পারবেন না বলে জানান। নালিশী ভূমিতে বিবাদীগন সীমানা চিহ্নিত করে পিতার আমল থেকে নির্মিত গৃহে সকলের জ্ঞাতসারে ভোগদখল করে আসছেন।বর্তমান জরিপে উত্তরকারী বিবাদীকে নালিশী ভূমিতে দখল পেয়ে তার নামে পর্চা প্রদান করেন। বিবাদীগন কখনও নালিশীভূমি বাদী কর্তৃক অনুমতি সূত্রে দখলকার নয়। বাদী বিবাদীদের স্বত্ব দখলীয় আরও সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবীতে মূল মামলাটি দায়ের করেন যা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মূল মোকদ্দমার আরজী ও লিখিত জবাবের প্রেক্ষিতে মূল মামলায় নিম্নলিখিত বিচার্য বিষয়গুলি গঠন করেনঃ

১। অত্র আকারে মামলাটি চলতে পারে কি না ?

২। অত্র মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে দুষ্টকি না?

৩।অত্র মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট কিনা?

৪। নালিশী সম্পত্তিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব ও দখল আছে কি-না এবং বাদী নালিশী ভূমি হতে বে-দখল হয়েছেন কি-না ?

৫। বাদীপক্ষ প্রার্থীত মতে প্রতিকার বা অন্য কোন উপকার পেতে পারে কি-না ?

উপরোক্ত বিচার্য বিষয়ের আলোকে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ১৭/০৬/০৭ ইং তারিখে মূল মামলাটি দো'তরফা সুত্রে খারিজ করেন। বিজ্ঞ আদালতের উলেস্নখিত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে মূল মামলার বাদী আপীলকারী হিসাবে এই আপীলটি দায়ের করেন।

আপীল দায়েরের কারণ হিসাবে আপীলের মেমোতে এই মর্মে উলেস্নখ করা হয় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের গঠিত ৫ টি বিচার্য বিষয়ের মধ্যে মামলার রক্ষানীয়তা , তামাদি এবং পক্ষদোষ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ বাদীর অনুকুলে নিস্পত্তি করা সত্বেও মূল মামলা ডিসমিস করা সঠিক ও আইনসঙ্গত হয়নি। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, দাবীকৃত ৩/৩/১৯৪৪ ইং তারিখের দলিলের ভিত্তিতে নালিশী ভূমি সংক্রান্ত ১৯১ নং খতিয়ানে আপীলকারীর পিতা আ: আজীজের নামে রেকর্ড হয়েছে । কাজেই উক্ত দলিলভূক্ত সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করা উচিত ছিল মর্মে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত সঠিক ও আইনসঙ্গত হয়নি । বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বেআইনীভাবে বিবাদীগন কর্তৃক দাখিলী কথিত অরেজিষ্ট্রিকৃত বাটোয়ারা দলিলের ফটোকপি বিবেচনায় নিয়ে আ: আজীজের দস্তখত যথাযথ ও সঠিক আছে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদানক্রমে মামলাটি ডিসমিস করা ন্যায় বিচার পরিপন্থি। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমানাদি যথাযথভাবে বিবেচনা না করে মোকদ্দমাটি বেআইনীভাবে ডিসমিস করেন । উলেস্নখিত কারণে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও ডিক্রি বাতিলক্রমে মূল মামলায় ডিক্রি প্রদানের প্রার্থনা করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়ঃ

১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রচারিত বিগত ১৭/০৬/২০০৭ ইং তারিখের রায়ে উল্লেখিত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহ আইনানুগ ও সঠিক হয়েছে কি না ।

২। অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য কি না ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সকল বিবেচ্য বিষয় একত্রে আলোচনা করা হলো। আপীল শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আপীলের মেমোর সমর্থনে এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত রেকর্ড ২৮/৩/৪৪ ইং তারিখের ধারাবাহিকতায় বাদীর পিতার নামে হওয়া সত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উক্ত

দলিলভূক্ত সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করা উচিত ছিল মর্মে ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করেন । বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী রেসপন্ডেন্ট পক্ষ অনুমতি সুত্রে দখলকার কি না সেই বিষয়টি মূল মামলার প্রধান নির্ধারনযোগ্য বিষয় হওয়া সত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উক্ত বিষয়ে পৃথক বিচার্য বিষয় গঠন না করে ভুল বিচার্য বিষয়ের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উল্লেখিত কারণে মূল মামলাটি সঠিক বিচার্য বিষয় গ্রহনক্রমে তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহনকল্পে পূন: বিচারে রিমান্ডে প্রেরণের আবেদন করেন। অপরদিকে রেসপন্ডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি শুনানীকালে বলেন, মূল মামলাটি দায়েরের কোন অধিকার বাদী পক্ষের নাই। বাদীপক্ষের দাবীকৃত দলিলে দাগ, খতিয়ান না থাকায় সরেজমিনে তদন্ত ছাড়া দলিলভূক্ত সম্পত্তি নালিশা সম্পত্তি কি না তা নির্ধারনের সুযোগ নাই। মোকদ্দমার মূল্যায়ন সঠিক হয়নি। মোকদ্দমা দায়েরের কারণ বা cause of action প্রমাণিত হয়নি। কাজেই অত্র আপীল না মঞ্জুর করার প্রার্থনা করা হয়।

মূল মামলার আরজী, বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজাদি, অত্র আপীলের মেমো সহ নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করলাম।

উভয়পক্ষের দাবীর প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায়ের যথার্থতা নির্ধারনকল্পে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় , মূল মামলার আরজীতে এই মর্মে দাবী করা হয় যে, বাদী আ: করিমের পিতা আ: আজীজ নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় বিবাদীগন আত্মীয় হওয়ায় তাদের অনুরোধে নালিশী সম্পত্তিতে বসবাসের জন্য ১৯৯০ সনের প্রথম ভাগে বিবাদীগনকে অনুমতি প্রদান করেন এবং বিবাদীগন অনুমতিসূত্রে নালিশী ভূমিতে বসবাস করে আসছেন। নালিশী সম্পত্তি প্রয়োজন হওয়ায় পরবর্তীতে বিবাদীগনকে নালিশী সম্পত্তির দখল ছেড়ে দিতে বলা সত্বেও বিবাদীগন ছেড়ে না দেওয়ায় মূল মামলাটি দায়ের করা হয়। অর্থাৎ আরজি অনুসারে নালিশি সম্পত্তির মালিক বাদীর পিতা আ: আজিজ এবং তিনিই নালিশি সম্পত্তি বিবাদীগনকে দখলের অনুমতি প্রদান করেন। সেক্ষেত্রে নালিশি সম্পত্তি বাবদ বিবাদীগনকে উচ্ছেদ করতে হলে উক্ত আ: আজীজ কর্তৃক মামলা দায়ের করার কথা। অথচ মূল মামলাটি দায়েরের সময় আ: আজিজ জীবিত ও সুস্থ্য থাকা সত্বেও আ: আজিজ দায়ের করেননি বরং তার ছেলে আ: করিম মামলাটি দায়ের করেন। আ: আজিজ মামলা দায়ের না করার কোন ব্যাখ্যাও আরজিতে প্রদান করা হয়নি। কাজেই কথিত মূল মামলাটি আ: আজিজের জীবিতকালে তার ছেলে আ: করিম কর্তৃক দায়ের করার মত Locas-standi বা অধিকার বাদীর নাই। এ ব্যাপারে আপীলের মেমোতে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় যে, আ: আজিজ কর্তৃক প্রদত্ত Power of Attorney মূলে তার ছেলে আ: করিম কর্তৃক মূল মামলাটি দায়ের করায় আ: করিমের মামলা দায়ের করার অধিকার নাই মর্মে উল্লেখে মামলা ডিসমিস করা আইনসঙ্গত হয়নি। এ ব্যাপারে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল মোকদ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণ সমাপ্ত হওয়ার পরে যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আ: করিমের বরাবরে প্রদত্ত আ: আজীজের Power of Attorney আদালতে দাখিল করা হয় যা বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে গ্রহণ করেননি। মূল মামলার আরজিতে এই মর্মে কোন উল্লেখ নাই যে, মূল

মামলাটি আঃ আজিজের প্রদত্ত Power of Attorney মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আঃ করিম কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে প্রদত্ত বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিক ও নির্ভুল মর্মে অত্র আদালত মনে করেন। কাজেই আঃ করিমের নালিশি সম্পত্তিতে স্বীকৃত মতে মোকদ্দমা দায়েরের সময় স্বত্ব স্বার্থ দখল না থাকায় তার আনীত বিবাদীগনকে উচ্ছেদ করা মামলায় বাদী আঃ করিম কোন প্রতিকার পেতে পারেন না ।

বিবাদীগনের নালিশী সম্পত্তি দখলের বিষয়টি বাদী কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বীকৃত। তবে এ ব্যাপারে বাদী পক্ষের দাবী অনুযায়ী বাদীর পিতা আঃ আজিজের স্বত্ব দখলীয় নালিশী সম্পত্তি আঃ আজিজ কর্তৃক তার আত্মীয় বিবাদীগনকে সাময়িকভাবে ভোগ দখলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বিবাদীগনের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে আঃ আজিজ নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনকে অস্থায়ীভাবে কাঁচা গৃহ নির্মাণ করে দেন। বাদীপক্ষের উল্লেখিত দাবীর প্রেক্ষিতে মূল মামলার প্রধান নির্ধারনযোগ্য বিষয়টি এই যে, বিবাদী রেসপন্ডেন্টপক্ষ নালিশী ভূমিতে বাদী/আপীলকারীর পিতা আঃ আজিজের অনুমতি সূত্রে দখলকার নাকি রেসপন্ডেন্টগন পিতার আমল থেকে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হিসাবে দখল পরিচালনা করে আসছেন। এই বিষয়ে বাদী-আপীলকারীর দাবী প্রতিষ্টিত করতে হলে বাদী-আপীলকারীকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে বিবাদীগনকে নালিশী সম্পত্তি সাময়িকভাবে দখল করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ মূল মামলার আরজি হতে দেখা যায়, উক্তরূপ অনুমতি প্রদানের সুনির্দিষ্ট তারিখ, মাস, সময় আরজিতে আদৌ উল্লেখ নাই। মূল মামলার আরজির ২য় দফায় এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, বিবাদীগন বাদীর আত্মীয় হওয়ায় বাদী অর্থাৎ আঃ করিম তপশীল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তিতে বসবাসের জন্য ১৯৯০ সনের মধ্যভাগে অনুমতি প্রদান করেন এবং উক্ত ভূমিতে অস্থায়ীভাবে কাঁচা গৃহ নির্মান করে দেন। বাদীপক্ষের স্বীকৃতমতে উক্ত সময়ে তার পিতা আঃ আজিজ জীবিত ছিলেন এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন। সেইক্ষেত্রে বাদী কর্তৃক নালিশী সম্পত্তিটি বাদীগনকে দখল প্রদানের অনুমতি প্রদান করার যেমন কথা নয় তেমনি বিবাদীগন কর্তৃক বাদী আঃ করিমকে নালিশী সম্পত্তি সাময়িকভাবে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করার আদৌ কোন কারণ থাকতে পারেনা। এছাড়া বাদী আঃ করিম পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে জবানবন্দীতে এক পর্যায়ে উল্লেখ করেন, বিবাদীগন অসহায় হওয়ায় তার পিতা আঃ আজিজ নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনকে কাঁচা গৃহ নির্মান করে দেন। অথচ আরজির ২য় দফার বক্তব্য অনুযায়ী, বাদীর পিতা আঃ আজিজ বিবাদীগনকে নালিশী সম্পত্তিতে কাঁচা গৃহ নির্মান করে দেননি বরং বাদী নিজেই নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগনকে বসবাসের অনুমতি দেন এবং তিনি নিজেই অস্থায়ীভাবে সেখানে কাঁচা গৃহ নির্মান করে দেন। সেক্ষেত্রে কে বিবাদীগনকে নালিশী সম্পত্তিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেন এবং কে সেখানে অস্থায়ী ঘর নির্মান করে দেন সেব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এই বিষয়ে বাদীপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বিবাদী রেসপন্ডেন্ট বাদী-আপীলকারীর অনুমতিসূত্রে দখলকার মর্মে প্রমাণের জন্য বাদীপক্ষ থেকে মূল মামলায় পি,ডব্লিউ-১ ছাড়াও আরও ২ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয়। পি,ডব্লিউ-২ ফারুক আহম্মদ এই ব্যাপারে জেরায় স্বীকার করেন, কথিত অনুমতি প্রদানের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না এবং কথিত উচ্ছেদের ব্যাপারে গৃহিত কার্যক্রমের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। অনুরূপভাবে পি,ডব্লিউ-৩ আঃ ওয়াহিদ জেরার এক পর্যায়ে উল্লেখ

করেন, বাদী কর্তৃক বিবাদীগনকে নালিশী জমিতে দখল করার অনুমতি প্রদানের সময় এবং উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই নালিশী ভূমিতে বিবাদীগন বাদীর অনুমতি সূত্রে দখলকার মর্মে যেমন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হয়না তেমনি মোকদ্দমার কারণ অর্থাৎ কথিত উচ্ছেদের নোটিশ প্রদানের বিষয়টিও বাদী-আপীলকারীসহ তার উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে আদৌ প্রমাণ হয়না। মূল মামলার আরজিতে ২১/৪/০৪ ইং তারিখে নালিশী সম্পত্তির দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য এডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ দেওয়া হয় মর্মে উল্লেখ করা হলেও উক্ত মর্মে কোন নোটিশের কপি বা এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণ আদালতে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত না করায় মোকদ্দমার cause of action বা মোকদ্দমা দায়েরের কারণ আদৌ প্রমানীত হয়না ।

যেহেতু নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী-রেসপন্ডেন্ট পক্ষের দখলের বিষয়টি বাদী-আপীলকারী কর্তৃক স্বীকৃত এবং বিবাদীগনের উক্ত দখল বাদীর অনুমতি সূত্রে প্রাপ্ত মর্মে এবং বিবাদীগনের বরাবরে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া সত্বেও বিবাদীগন দখল ছেড়ে দেননি মর্মে বাদী-আপীলকারী পক্ষের দাবী সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমানিত হয়নি সেহেতু নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী-রেসপন্ডেন্ট পক্ষের দখলকে আদৌ বাদী-আপীলকারীপক্ষের অনুমতি সূত্রে দখলকার মর্মে বিবেচনা করা যায় না বরং বিবাদী-রেসপন্ডেন্ট এর পিতা নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হওয়ায় বিবাদীগন পিতার আমল থেকেই নালিশী ভূমিতে ঘরবাড়ী নির্মান করে ভোগ দখল করে আসছেন মর্মে বিবাদী পক্ষের দাবীটি গ্রহনযোগ্য হয়। বাদীপক্ষের মানিত সাক্ষী পি,ডবিস্নউ-৩ আঃ ওয়াহিদ এর জেরায় প্রদত্ত বক্তব্য থেকে উক্ত বিষয়টি প্রমাণীত হয়। এই সাক্ষী জেরায় এক পর্যায়ে বলেন, নালিশী জমিতে বিবাদীপক্ষ তার পিতার আমল থেকে দখলে আছেন। অথচ আরজি অনুযায়ী আত্মীয় হওয়ায় বাদী বিবাদীগনকে নালিশী জমিতে থাকার অনুমতি প্রদান করেন এবং সেখানে অস্থায়ী কাঁচা ঘর নির্মান করে দেন। বাদীর আরজির উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক হলে নালিশী জমিতে বিবাদীগন কর্তৃক তার পিতার আমল থেকে ভোগ দখল করার প্রশ্ন আসেনা ।

উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে এবং মোকদ্দমার কারণ বা cause of action সম্পর্কে আপীলকারী পক্ষ থেকে এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, ১ নং বিবাদী সফিয়া বেগম ডি,ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান কালে ২১/০৪/০৭ ইং তারিখে জেরায় যেহেতু উল্লেখ করেন নালিশী জমিতে তিনি ১৭ বছর যাবত দখলে আছেন সেহেতু মূল মামলার cause of action অর্থাৎ ১৯৯০ সনের মধ্যভাগে নালিশী ভূমিতে বিবাদীগন অনুমতি সূত্রে দখলকার থাকার দাবীটি প্রমাণ হয়। এ ব্যাপারে অত্র আদালতের বক্তব্য এই যে, ডি,ডব্লিউ-১ এর ২১/৪/০৭ ইং তারিখের উল্লেখিত বক্তব্য থেকে যদিও ১৯৯০ সাল থেকে বিবাদী নালিশী জমি দখল করেন মর্মে পাওয়া যায় কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারনে বিবাদীগন নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের অনুমতি দখলকার মর্মে প্রমাণ হয়না। কেননা ইতিপূর্বের আলোচনায় দেখা যায়, উক্ত বিষয়ে বাদী আপীলকারী পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনের অনুমতি সূত্রে দখলকার সংক্রান্ত দাবীটি প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডি,ডব্লিউ-১ এর উল্লেখিত বক্তব্যের কারণে ধরে নেওয়া যায়না যে, ১৯৯০ সাল থেকে বিবাদীগন নালিশী ভূমিতে বাদীর অনুমতি সূত্রে দখল করে আসছেন । কেননা, ডি,ডব্লিউ-১ সাক্ষ্যতে এই মর্মেও উল্লেখ করেন যে, তিনি তার পিতার আমল

থেকে নালিশী জমিতে বাড়ী ঘর নির্মান করে ভোগ দখল করেন এবং বর্তমানে তিনি নালিশী জমিতে ভোগ দখলকার আছেন। এছাড়া বিবাদীপক্ষের অন্যান্য সাক্ষী অর্থাৎ ডি,ডব্লিউ-২ মো: আ: কাদির, ডি,ডব্লিউ-৩ মো: জসিম উদ্দিন, ডি,ডব্লিউ-৪ রফিক উদ্দিন এবং ডি,ডব্লিউ-৫ মো: ফকরুল ইসলাম প্রত্যেকেই নালিশী সম্পত্তি বিবাদীগন অনুমতি সুত্রে দখলকার আছেন মর্মে বাদী-আপীলকারীর দাবী সম্পূর্ণ অস্বীকার করতঃ নালিশী ভূমিতে বিবাদীপক্ষ পিতার সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন মর্মে উল্লেখ করেন। কাজেই এতদবিষয়ে আপীলকারী পক্ষের উল্লেখিত যুক্তিটি গ্রহনযোগ্য নয়।

মূল মামলার আরজি হতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি হতে বিবাদীগনকে উচ্ছেদক্রমে খাস দখলের ডিক্রির প্রার্থনায় মূল মামলাটি দায়ের করা হয়। সেই ক্ষেত্রে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি অর্থাৎ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব , স্বার্থ আছে কিনা অথবা কোন পক্ষের স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে সেই বিষয়টি বিবেচনা করা অপ্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তর্কিত রায়ে নালিশী ভূমিতে স্বত্বের প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচনা করতঃ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব থাকার দাবী প্রমাণীত হয়না মর্মে উল্লেখ করায় অত্র আপীলের মেমোতে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের উলেস্নখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশদ বর্ণনা করতঃ বলা হয়, বাদীর পিতা আ: আজিজের নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বার্থ সৃষ্টির দাবীর সমর্থনে মূল দলিল এবং খতিয়ান প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা সত্বেও এবং বিবাদী পক্ষ থেকে স্বত্বের দাবীর সমর্থনে কোনও দলিলাদি দাখিল না করা সত্বেও নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব রয়েছে মর্মে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। আপীলের মেমোতে উল্লেখিত উক্ত যুক্তিটির যথার্থতা নির্ধারনকল্পে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় , মূল মামলার আরজি অনুযায়ী নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন আসির আলী, আ: আজিজ ও মোহাম্মদ হাজী এবং তাদের নামে সেটেলমেন্ট জরিপে রেকর্ড হয়। অথচ উক্ত মর্মে কোন রেকর্ড দাখিল করা হয়নি। বাদী আপীলকারী কর্তৃক ২৮/৩/৪৪ ইং তারিখের দলিল মূলে আ: আজিজ কর্তৃক নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সৃষ্টির দাবী করা হয়। উক্ত দলিল অর্থাৎ প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, উক্ত দলিলের দাতা নজির আলী। কিন্তু নজির আলী রেকর্ডীয় মালিক মর্মে আরজিতে দাবী করা হয়নি। নজির আলী কিভাবে উক্ত সম্পত্তির মালিক হলেন সেই ব্যাপারেও আরজিতে কোন ব্যাখ্যা নাই। সেইক্ষেত্রে নজির আলীর নিকট থেকে বাদীর পিতা আ: আজিজের নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সৃষ্টির দাবী আদৌ যথার্থ মর্মে বিবেচনা করা যায় না। আরজির এক পর্যায়ে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, দলিলমূলে ও মৌখিক বাটোয়ারা মূলে আ: আজিজ নালিশী জমিতে মালিক হন। অথচ মৌখিক বাটোয়ারার কোন প্রমাণ নাই। আবার পি,ডব্লিউ-১ আ: করিম সাক্ষ্য প্রদানকালে শুধুমাত্র ২৮/৩/৪৪ ইং তারিখের দলিল মূলে নালিশী জমিতে স্বত্ব দাবী করেন। কাজেই নালিশী জমিতে আ: আজিজের স্বত্ব সৃষ্টির দাবী সম্পর্কে উল্লেখিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিবেচনায় নালিশী সম্পত্তিতে আ: আজিজের স্বত্ব সৃষ্টির দাবী প্রমানীত হয়না ।

আপীলের মেমোতে একটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, ২৮/৩/৪৪ ইং তারিখের দলিলের সম্পত্তি নালিশী সম্পত্তি নয় মর্মে বিবাদীপক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন না করা সত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তর্কিত রায়ে উক্ত দলিলের সম্পত্তি সরেজমিনে কমিশন করার প্রয়োজন ছিল মর্মে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তা সঠিক নয়। কিন্তু নথি হতে দেখা

যায় , পি,ডব্লিউ-১ কে বিবাদীপক্ষ থেকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, প্রদর্শনী-১ দলিলটির সম্পত্তি নালিশী সম্পত্তি নয়। এ ছাড়া ডি,ডব্লিউ-১ জবানবন্দীতে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত দলিলের সম্পত্তি নালিশী সম্পত্তিকে আকৃষ্ট করেনা। কাজেই দলিল সম্পর্কে কমিশন কার্য সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল মর্মে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তটিকে ভুল বা যথার্থ নয় মর্মে আদৌ বিবেচনা করা যায় না। অপরদিকে বিবাদী রেসপন্ডেন্ট পক্ষ নালিশী ভূমিতে স্বত্বের দাবী উত্থাপন করতঃ বাটোয়ারা দলিল মূলে তাদের পিতা নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান মর্মে উল্লেখ করেন। তবে উক্ত মূল দলিলটি ডি,ডব্লিউ-১ এর কাছে আছে মর্মে সাক্ষ্যতে উল্লেখ করা সত্বেও তা দাখিল না করায় আপীলকারী পক্ষ থেকে উক্ত বাটোয়ারা দলিলের যথার্থতা সম্পর্কে গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করা হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব সৃষ্টির দাবী এবং বিবাদীগন নালিশী ভূমিতে বাদীর অনুমতি সূত্রে দখলকার মর্মে বাদীপক্ষ মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্টিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বীকৃত মতে বিবাদী নালিশী ভূমিতে দখলকার হওয়ায় এবং বাদীর অনুমতি সূত্রে দখলকার মর্মে প্রমান না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ধারনা করা যায় যে, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীর দখল করার সমর্থনে বিবাদীপক্ষ থেকে যে দাবী করা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ সঠিক। তাছাড়া নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষ বাদীর অনুমতি সূত্রে দখলকার হওয়ার দাবী বাদী আপীলকারী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিবাদীপক্ষ কোন সূত্রে কিভাবে নালিশী ভূমির দখল প্রাপ্ত হন এবং কথিত বাটোয়ারা দলিল মূলে নালিশী সম্পত্তি ১নং বিবাদীর পিতা মতসিন আলী প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা এতদসংক্রান্ত বিষয় অত্র মোকদ্দমার নির্ধারন করা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হয়। কাজেই নালিশী সম্পত্তিতে ১ নং বিবাদী রেসপন্ডেন্ট বাদীর অনুমতি সূত্রে দখল প্রাপ্তির দাবী বাদী-আপীলকারী প্রমান করতে ব্যর্থ হওয়ায় মূল মামলার বাদী-আপীলকারীকে প্রার্থীত প্রতিকার প্রদানের সুযোগ নাই ।

সুতারাং উপরোক্ত সমস্ত বিষয় বিশদ পর্যালোচনার আলোকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় সঠিক ও আইনসঙ্গত হওয়ায় অত্র আপীল নামঞ্জুরক্রমে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের স্বত্ব ৪৯/২০০৬ নং মামলায় প্রদত্ত তর্কিত রায় ও ডিক্রি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ।

আপীলের স্মারকে প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে ।

অতএব

<u>আদেশ হয় যে,</u>

এই স্বত্ব আপীল মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রেসপন্ডেন্টগনের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো ।

এতদ্বারা বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক স্বত্ব ৪৯/২০০৬ নং মোকদ্দমায় বিগত ১৭/০৬/২০০৭ ইং তারিখের রায় ও তন্মূলে প্রস্তুতকৃত বিগত ২১/০৬/২০০৭ ইং তারিখের ডিক্রি সঠিক-শুদ্ধ সাব্যস্থে বহাল বলবৎ রাখা হলো ।

রায়ের অনুলিপি সহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি সত্বর প্রেরণ করা হোক ।

আমার কথামত টাইপ ও আমার দ্বারা স্বাক্ষর/-*ফাহমিদা কাদের*

সংশোধিত
স্বাক্ষর/-ফাহমিদা কাদের
১৫/১/১৪
অতিরিক্ত জেলা জজ
অতিরিক্ত জেলা জজ ৪র্থ আদালত

১৫/১/১৪
অতিরিক্ত জেলা জজ
অতিরিক্ত জেলা জজ ৪র্থ আদালত

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

115. (1) The High Court Division may, on the application of any party aggrieved, call for the record of any suit or proceeding in which a decree or an order has been passed by a Court of District Judge or Additional District Judge, or a decree has been passed by a Court of Joint District Judge, Senior Assistant Judge or Assistant Judge, from which no appeal lies; and ***if such Court appears to have committed any error of law resulting in an error in such decree or order occasioning failure of justice****, the High Court Division may, revise such decree or order and, make such order in the suit or proceeding, as it thinks fit.*

(2) ---------

(3)---------

(4)---------

(5) --------

অর্থাৎ দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (১) মোতাবেক কোন মোকদ্দমায় কিংবা কার্যক্রমে জেলা জজ আদালত বা অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত কর্তৃক ডিক্রি কিংবা আদেশ প্রদত্ত হলে, অথবা যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ কর্তৃক প্রদত্ত এমন প্রকার ডিক্রি যার বিরুদ্ধে আইনে আপীলের কোন সুযোগ নাই; সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদনে হাইকোর্ট বিভাগ নথি তলব করতে পারবেন; এবং যদি এটা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আদালত আইনের প্রশ্নে এমন ভুল করেছেন যার কারণে উক্ত ডিক্রি বা আদেশে এমন ভুল হয়েছে যে ন্যায় বিচার ব্যর্থ হয়েছে বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ডিক্রি বা আদেশ পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করতে এবং যেরূপ সঠিক বিবেচনা করবে সেরূপ অন্যান্য আদেশ উক্ত মোকদ্দমায় বা কার্যক্রমে প্রদান করতে এখতিয়ারসম্পন্ন।

বর্তমান মোকদ্দমায় আইনের প্রশ্নে বিজ্ঞ আপিল আদালত তথা অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট কি ভুল করেছেন তা প্রমাণ করতে দরখাস্তকারীগণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

কচি মিয়া ওরফে খোচা মিয়া -বনাম- সুরুজ মিয়ার মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারী মোঃ ফজলুর রহমান ও অন্যান্য মামলায় {৫১ ডিএলআর (এডি)(১৯৯৯) পাতা-৫৭}-এ অত্র বিভাগ মতামত প্রদান করন যে,

> *"The High Court Division as a revisional court had hardly any jurisdiction to set aside the findings of fact by the appellate Court and that also without discussing any fault in the factual finding by the said court."*

জসিম উদ্দিন কাঞ্চন-বনাম - মোঃ আলী আশরাফ মামলায় {৪২ ডিএলআর (এডি)(১৯৯০) পাতা-২৮৯}-এ অত্র বিভাগ মতামত প্রদান করন যে,,

> *"Interference with finding of fact- finding based on due consideration of evidence was beyond the scope of revisional Court to interfere with."*

শম্ভু নাথ পোদ্দার -বনাম- বাংলাদেশ মামলায় {৪৩ ডিএলআর (এডি)(১৯৯১) পাতা-৮২}-এ অত্র বিভাগ মতামত প্রদান করন যে,

> *"A revisional court acts beyond its jurisdiction in setting aside concurrent finding of fact, when there is no misreading and misappreciation of the evidence on record."*

আপিল বিভাগ কর্তৃক উপরিল্লিখিত মোকদ্দমায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এটা স্পষ্ট যে, বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপিল আদালত কর্তৃক ঘটনার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের উপর রিভিশন আদালত কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অত্র মোকদ্দমায় মৌখিক এবং দালিলিক সাক্ষ্যের কোন ভুল ব্যাখ্যা কিংবা ভুল বিবেচনা বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কিংবা আপিল আদালত করেছেন এমন কোন তথ্য উপাত্ত দরখাস্তকারীগণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আইনের প্রশ্নে বিজ্ঞ আপিল আদালত ভুল করেছেন মর্মেও কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে দরখাস্তকারীগণ সক্ষম হন নাই। বিজ্ঞ আপিল আদালত তথা অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট সকল মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে যে রায় ও ডিক্রী প্রদান করেছেন তা যেমনি সঠিক তেমনি ন্যায় সঙ্গত।

বিগত ইংরেজী ১৫.০১.২০১৪ তারিখের অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং-১৩৬/২০০৭-এ প্রদত্ত রায় ও ডিক্রী হস্তক্ষেপযোগ্য নয়। রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

অতিরিক্ত জেলা জজ, ৪র্থ আদালত, সিলেট কর্তৃক স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং ১৩৬/২০০৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০১.২০১৪ তারিখের রায় ও ডিক্রী (ডিক্রী স্বাক্ষরের তারিখ ২৩.০১.২০১৪) এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধ:স্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।